গাংনীর ঢেপা-পাঙ্গাসিপাড়ায় দুইটি গরু চুরি, উদ্বেগ-শঙ্কায় গ্রামবাসী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঢেপা-পাঙ্গাসিপাড়ায় দুইটি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। গভীর রাতে একটি গোয়ালঘরের তালা ভেঙে এইড়ে ও গাভিন জাতের দুইটি গরু চুরি করেছে চোরের একটি সংঘবদ্ধ দল।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আগের মতো রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিতে হবে, এমন দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্র ও ভুক্তভোগী পরিবার জানায়, গতকাল সোমবার দিবাগত গভীর রাতে মানিক মিয়ার গোয়ালঘরের তালা ভেঙে দু’টি গরু নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। ভোরে মানিকের ছোট ছেলে গোয়ালে গিয়ে দেখতে পায় দরজা খোলা, আর ভেতরে গরু নেই। গোয়ালঘরে মোট তিনটি গরু ছিল। চোরেরা একটি ষাড় ও একটি গাভি গরু চুরি করে নিয়ে গেলেও বাছুরটিকে ফেলে গেছে। সকালে সবাই গিয়ে দেখে—বাছুরটি এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে ফাঁকা গোয়ালের দিকে।

গরুর মালিক মানিক হোসেন বলেন, রাত ১০টার দিকে পাড়া থেকে বাড়ি ফিরে গোয়াল পরিষ্কার করে গরু বেঁধে তালা লাগাই। সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। সকালবেলা ছেলে বলে—‘বাবা, গরু নেই’। তখন দেখি তালা ভাঙা। চুরি হওয়া দুই গরুর মধ্যে একটি ষাড় ছিলো, যার বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ টাকা, আর গাভি গরুটির মূল্য প্রায় ৭৫ হাজার টাকা বলে দাবি করেন তিনি।

মানিকের পরিবারের সদস্যরা জানান, যত্ন করে, কষ্ট করে গরুগুলো বড় করছিলাম। এভাবে যদি চুরি হয়, গরু পালবো কিভাবে? এ ধরনের বড় ধরনের ক্ষতি সামাল দেওয়া তাদের জন্য খুবই কঠিন।

এ ঘটনায় গ্রামের মানুষের মধ্যে চরম দুশ্চিন্তা দেখা গেছে। অনেকেই রাতের ঘুম হারাম করে পাহারার প্রসঙ্গ তুলেছেন। তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে ভয় ও ক্ষোভের চিত্র।

সেলিম হোসেন নামের এক গ্রামবাসী বলেন, এভাবে যদি চুরি হতে থাকে

তাহলে কেউই নিরাপদ থাকবে না। আবার কি আগের মতো রাতে লাঠিসোটা নিয়ে গ্রামের সবাইকে পাহারা দিতে হবে?

শফিকুল ইসলাম নামের আর একজন বলেন, কয়েক বছর আগে চোরের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় পুরো গ্রাম পালা করে পাহারা দিতাম। এখন আবার সেই দিন ফিরে আসবে কিনা, এই চিন্তায় সবাই।

ঘটনার খবর পেয়ে সকালে গাংনী থানার এস আই শিমুল হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তারা গোয়ালঘরের ভাঙা তালা, গরু রাখার স্থান ও আশপাশ ঘুরে দেখেন।

এস আই শিমুল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। আশেপাশের সিসি টিভি ফুটেজ দেখে চোর সনাক্তকরার চেষ্টা চালাচ্ছি। চুরি যাওয়া গরু উদ্ধার ও চোরদের আইনের আওতায় আনার জোর চেষ্টা চলছে।

তথ্য বাতায়নের বিভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্যতা দূর হোক

মেহেরপুর, বাংলাদেশের এক প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী জনপদ, যার রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস ও সংস্কৃতি। ব্রিটিশ আমল থেকেই এই অঞ্চলের সংবাদচর্চার ঐতিহ্য বিদ্যমান।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামের রিয়াজ উদ্দিন আহমেদের সম্পাদনায় ১৯৪৮ বঙ্গাব্দে ‘ইসলাম প্রচারক’ এবং ১৯১২ বঙ্গাব্দে ‘সুলতান’ নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার তথ্য এর ঐতিহাসিক গুরুত্বকেই তুলে ধরে। অথচ, বর্তমানে জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়েছে যে, “মেহেরপুর একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এলাকা হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে এখানে কোন দৈনিক বা পাক্ষিক পত্রিকা চালু নেই।”

এই বাক্যটির ঠিক নিচেই আবার ‘দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন’ এবং ‘দৈনিক আমাদের সূর্যোদয়’ নামের দুটি পত্রিকার তালিকা, তাদের

সম্পাদক, ঠিকানা এবং যোগাযোগ নম্বরসহ দেওয়া আছে, যা বর্তমানে সক্রিয় হিসেবে প্রতীয়মান। এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য কেবল বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করে না, বরং স্থানীয় সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের গুরুত্বকে খাটো করে।

জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইট, সরকারি তথ্যের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত। এমন একটি স্থানে পরস্পরবিরোধী তথ্য থাকা পেশাদারিত্বের অভাব এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাকে নির্দেশ করে। একদিকে বলা হচ্ছে, কোনো দৈনিক বা পাক্ষিক পত্রিকা চালু নেই, অন্যদিকে দুটি সক্রিয় দৈনিকের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। এই অসঙ্গতি থেকে দুটি প্রশ্ন উঠে আসে: প্রথমত, উল্লেখিত পত্রিকা দুটি কি সত্যিই চালু আছে নাকি নেই? দ্বিতীয়ত, যদি চালু থাকে, তবে কেন ওয়েবসাইটে এমন ভুল তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে?

সংবাদপত্র একটি সমাজের দর্পণ। এটি স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জনজীবনের প্রতিচ্ছবি বহন করে। মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে দুটি দৈনিক পত্রিকা চালু আছে, যা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এর একটি ‘দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন’ এবং অপরটি ‘দৈনিক আমাদের সূর্য়োদয়’। পত্রিকা দুটি নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং মানুষের তথ্য চাহিদা পূরণ করে চলেছে, অথচ তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা ভুলভাবে উপস্থাপন করা গুরুতর ত্রুটি।

এই ধরনের তথ্যের অসামঞ্জস্যতা কেবলমাত্র স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীদের হতাশ করে না, বরং সাধারণ মানুষ, গবেষক এবং জেলার বাইরে যারা মেহেরপুর সম্পর্কে জানতে চান, তাদের মধ্যেও ভুল ধারণা তৈরি করে। এটি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গুরুত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। একটি জেলা প্রশাসনের দায়িত্ব হলো তার আওতাধীন সকল তথ্য নির্ভুল ও হালনাগাদ রাখা, বিশেষ করে যখন তা জনগুরুত্বপূর্ণ হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উচিত দ্রুত এই অসামঞ্জস্যতা দূর করা। ওয়েবপেজের প্রথম বাক্যটি সংশোধন করে সত্য তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। এর ফলে তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং সরকারি ওয়েবসাইটের প্রতি জন আস্থা বাড়বে।

প্রশাসনিক দুর্বলতা, তথ্য ব্যবস্থাপনার ত্রুটি অথবা অসাবধানতা – যে কারণেই এই অসামঞ্জস্যতা থাকুক না কেন, এটি দ্রুত নিরসন হওয়া জরুরি। মেহেরপুরের গণমাধ্যম ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে এবং

বর্তমানের সংবাদমাধ্যমগুলোকে সঠিক মূল্যায়ন করতে নির্ভুল তথ্যের কোনো বিকল্প নেই।

এই ছোট অসঙ্গতি হয়তো অনেকের চোখে নাও পড়তে পারে, কিন্তু এটি একটি বৃহত্তর চিত্রের অংশ যা তথ্যের সঠিকতা ও স্বচ্ছতার গুরুত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত এই বিষয়ে নজর দেবেন এবং মেহেরপুরের সংবাদপত্রের সঠিক চিত্র জনসম্মুখে তুলে ধরবেন।

মেহেরপুর মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুর মটর শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি বার্ষিক নির্বাচনে সভাপতি সোনা, সম্পাদক মতিয়ার পুননির্বাচিত হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। ভোট গণনা শেষে আজ মঙ্গলবার সকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয় সুত্রে নির্বাচনের এ ফলাফল জানাগেছে।

নির্বাচনে ১৫ টি পদের বিপরীতে ৩৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মোট ২ হাজার ৯৯৮ জন ভোটারের মধ্যে ২ হাজার ৪৯৮ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি আহসান হাবীব সোনা (চেয়ার) ১ হাজার ৭১৯ ভোট পেয়ে পুননির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী বকুল হোসেন (ট্রাক্টর) পেয়েছেন ৬৮৮ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান (ডাব) ১ হাজার ২৩৪ ভোট পেয়ে পুননির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী সাখওয়াত হোসেন সবুজ (মোবাইল) পেয়েছেন ১ হাজার ১৯৬ ভোট।

কার্যকরী সভাপতি পদে সাজেদুর রহমান সাজু (গাভী) ৮৫৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী সৈয়দ রাকেশ হাসান (ফুটবল) পেয়েছেন ৭১১ ভোট।

সহ-সভাপতি পদে প্রার্থী শাহিন আলী টুটুল (ঈগল পাখি) ১২২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী আলমগীর হোসেন (ছাতা) পেয়েছেন ৭৮৬ ভোট।

যুগ্ম সম্পাদক পদে এরশাদ আলী (ঘোড়া) ১ হাজার ৪৬৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী নাসিম ইসলাম (কলস) পেয়েছেন ৪৮৭ ভোট ।

সহ সাধারণ সম্পাদক পদে ফরহাদ হোসেন তুষার (গরুর গাড়ি) ১ হাজার ১২০৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী সেন্টু শেখ (মাইক) পেয়েছেন ৯৭২ ভোট।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রমেজ উদ্দীন (সেলাই রেঞ্জ) ১২১৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী আফসারুল ইসলাম (হারিকেন) পেয়েছেন ৮৮৫ ভোট।

সহ সাংগঠনিক সম্পাদক পদে চাঁদ আলী (মাছ) ১ হাজার ৮৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী চঞ্চল শেখ (মই) পেয়েছেন ১ হাজার ৫২ ভোট।

কোষাধ্যক্ষ পদে মাহাবুব এলাহী (গোলাপ ফুল) ৯৪৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী মোফাজ্জেল হোসেন (চাঁদতারা) পেয়েছেন ৬২২ ভোট।

শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক পদে মাহাবুব হোসেন রিপন (হরিণ) ১২৩২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী খাইরুল ইসলাম (টায়ার) পেয়েছেন ৮৮৭ ভোট।

লাইন সম্পাদক পদে মুন্না (টুপি) ৭৩১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী মুরসালিন (পানি জাহাজ) পেয়েছেন ৭২৪ ভোট।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রমিজ উদ্দিন (সেলাই রেঞ্জ) ৯২৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তার নিকটতম প্রার্থী শাহিন আলী (হাতি) পেয়েছেন ৭৯৫ ভোট।

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বকুল শেখ (ট্রাক্টর) ৭৬২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী চাঁদ আলি (মাছ) পেয়েছেন ৬৯১ ভোট। শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক পদে রেজাউল হক (কবুতর) ৫৪৭ ভোট নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী মাহবুব হোসেন রিপন (হরিন) পেয়েছেন ৫২২ ভোট।

প্রচার সম্পাদক পদে ইয়ারুল ইসলাম (রিক্সা) ১ হাজার ৩৫৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী সুমন (টেলিভিশন) পেয়েছেন ৬৩৩ ভোট। লাইন সম্পাদক পদে সোহেল রানা সজিব (মোটরসাইকেল) পদে ৮০৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী মুরছালিন (পানি জাহাজ) পেয়েছেন ৭৪৫ ভোট।

এবং সদস্য পদে শরিফুল ইসলাম (খেজুর গাছ) ৯৭৫ ভোট, মহিন শেখ (টিউবয়েল) ৭২৮ ভোট এবং খবিরুল ইসলাম (ভ্যান) ৫৭৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ধানের শীষে ভোট দিন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শালদহ গ্রামে বিএনপি কর্তৃক মহিলাদের নিয়ে এক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে আয়োজিত এ বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আগামী জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীক থেকে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী আমজাদ হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট আতাউল হক আন্টু, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সাবেক ছাত্র নেতা ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌর জাসদের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সারগীদুল

আলম, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, যুবদলের সদস্য ফারুক হোসেন, যুবদল নেতা মাহফুজ আলম রহিদুল।

বক্তারা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দলের অবস্থান তুলে ধরেন।

উঠান বৈঠক শেষে আমজাদ হোসেন এলাঙ্গী, রায়পুরসহ বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ করেন। এ সময় তিনি বিএনপির ঘোষণা করা ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

স্থানীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে পুরো এলাকায় নির্বাচনী আমেজ আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

লিফলেট বিতরণকালে রাস্তার দু’ধারে শতশত নারী ভোটার ধানের শীষের এমপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনকে হাত তুলে অভিবাদন জানান।

গাংনীর মফিজ ফল ভাণ্ডার ভাঙচুরের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে ‘মফিজ ফল ভাণ্ডার’ ভাঙচুরের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন দোকানটির স্বত্বাধিকারী মফিজুর রহমান।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় নিজ বাসভবনে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তার ভাই রফিকুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, গত শনিবার বিকেলে গাংনী বাজারের আমিরুল মার্কেট ও এস এম প্লাজা মার্কেটের একদল লোক দোকানের ভেতরে ঢুকে জোরপূর্বক ভাঙচুর চালায়। প্রায় ৪০ বছর ধরে গাংনী বাজারে ফলের ব্যবসা করে আসছেন মফিজুর রহমান। জেলা পরিষদের কাছ থেকে ৯৯ বছরের জন্য লিজ নেওয়া দোকানঘরটিতেই তারা দীর্ঘদিন ধরে

ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, বাজারে চলমান রাস্তা নির্মাণ কাজকে কেন্দ্র করে ‘ম্যাপে না থাকা’ অজুহাতে অভিযুক্তদের একটি চক্র গত ৪-৫ মাস ধরে তাকে দোকান ভাঙার হুমকি দিয়ে আসছিল। এমনকি দোকান অক্ষত রাখতে তার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। তিনি সেই চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ১৫ নভেম্বর দুপুর ২টার দিকে অভিযুক্তরা লোহার রড, লাঠিসহ একটি সংঘবদ্ধ দল নিয়ে দোকানে হামলা চালায়। তারা দোকানের মালামাল লুটপাটের পাশাপাশি প্রায় ৩০ লাখ টাকার ক্ষতি সাধন করে।

রফিকুল ইসলাম আরও জানান, হামলার সময় আসামি সালাউদ্দিন শাওন দোকানের ক্যাশ ড্রয়ার থেকে মহাজনকে দেওয়ার জন্য রাখা ১৫ লাখ টাকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। এ সময় বাধা দিতে গেলে মফিজুর রহমানকে মারধর করে দোকান থেকে বের করে দেয় হামলাকারীরা।

এ ঘটনায় মফিজুর রহমান গাংনী সাবেক পৌরমেয়র আমিরুল ইসলামের ছেলে সালাউদ্দিন শাওন, কাপড় ব্যবসায়ী রেজাউল হক, মানিক, সৌখিন বস্ত্রালয়ের মালিক রাশেদুল ইসলাম, কাপড় ব্যবসায়ী রবিউল ইসলাম রবি, ওয়ালটন শোরুমের স্বত্বাধিকারী সাজু এবং ইমন টেইলার্সের মালিক ইমনের নামে অভিযোগ দিতে গাংনী থানায় গেলে পুলিশ অভিযোগ না নিয়ে গড়িমসি করে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে মফিজুর রহমান জানান, এ ঘটনার পর থেকে তিনি ও তার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি এবং শেখ হাসিনার ফাঁসির আদেশকে স্বাগত জানিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা ও সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির নেত্রী ফরিদা পারভীন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুল হক, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন এডাম, ইমন হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি রিপন হোসেনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার পর থেকেই দলের একাংশের নেতাকর্মীরা আন্দোলন শুরু করেছেন। তাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের চাঁদাবাজি মামলায় সকল আসামি খালাস

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের চাঁদাবাজি মামলার সব আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা জজ-১ম আদালতের বিচারক মো: ইমদাদুল হক এ রায় ঘোষণা করেন।

খালাসপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- নাজনিন খান প্রিয়া, মতিয়ার রহমান,

মামুন শাহজাহান, নেহাল , জয়, ছন্দা খাতুন, আবু আক্তার করণ, তুহিন অরন্য, রেক্সনা খাতুন, নিলুফার ইয়াসমিন রুপা, বর্ষা খাতুন, নুসরাত, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা খাতুন। অপর ২ আসামি মিজানুর রহমান জনি ও আব্দুস সালাম মামলা চলাকালীন মারা গেছেন।

রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর মোখলেসুর রহমান স্বপন বলেন, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাদের ভুলে আসামিরা খালাস পেয়েছেন। রায়ের কপি হাতে পেলে বোঝা যাবে তদন্তে গাফিলতি আছে কি না।

মামলার পটভূমি গত বছরের ২২ নভেম্বর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের এনজিও কর্মী মনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-৩২)। মামলায় মূল আসামি ছিলেন নাজনীন খান ওরফে প্রিয়া খান।

তদন্তে বেরিয়ে আসে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেইল চক্রের তথ্য। প্রিয়া খান ব্যবসায়ী ও সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে হোটেল আটলান্টিকায় নিয়ে যেতেন। সেখানে গোপনে অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও ধারণ করে পরে তা প্রকাশের ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করা হতো।

পুলিশি অভিযানে হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুনসহ একাধিকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্ত শেষে মোট ১৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। এর মধ্যে আসামি মিজানুর রহমান জনি ও আব্দুস সালাম মামলা চলাকালীন সময়ে মারা যান।

উল্লেখ্য, এর আগে একই কাল্ডের পর্ণগ্রাফি মামলায় নাজনিন খান প্রিয়া, হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন ও সহযোগী শাহজাহানকে ৫ বছরের কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ২ লাখ টাকা জরিমানা করেন আদালত। অপর আসামি নেহাল ও জয়কে ৬ বছরের কারাদণ্ড ও সমপরিমাণ জরিমানা করা হয়। তবে জয় এখনো পলাতক রয়েছে, বাকিরা উচ্চ আদালত আপিল করে জামিনে রয়েছেন।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয় বিষয়ক সমন্বয় সভা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং করণীয় বিষয়ক অর্ধ-বার্ষিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। সভার সভাপতিত্ব করেন পার্থ প্রতিম শীল। এতে মেহেরপুর জেলার সকল ইউনিয়নের হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরগণ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের সার্বিক আয়োজন করে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন এবং বাস্তবায়নে ছিল স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গ্রাম আদালতের জেলা ম্যানেজার জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান। সহযোগিতায় ছিলেন উপজেলা সমন্বয়কারী মোঃ আলমগীর কবির, বাবুল আক্তার, মোঃ শাকিলুজ্জামান এবং পিএফএ মোঃ শাহাজুল।
সভায় বক্তারা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম, পরিচালনা পদ্ধতি এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রধান অতিথি বলেন, আপনারা ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি গ্রাম আদালতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। গ্রামের ছোটখাটো ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিরোধ যাতে উচ্চ আদালতে না যায় সেজন্যই ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত গঠন করা হয়েছে। আপনারা পেশকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। চেয়ারম্যান পরিবর্তন হলেও আপনাদেরই তাঁদের প্রশিক্ষিত করে কাজ এগিয়ে নিতে হবে। যে মামলাগুলো গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত সেগুলো এখানে নিষ্পত্তি হবে, আর এখতিয়ারবহির্ভূত মামলা উচ্চ আদালতে প্রেরণ করতে হবে। যে

ইউনিয়নগুলো মামলা গ্রহণে পিছিয়ে আছে তারা প্রচারণা বাড়িয়ে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি করবেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, এই সমন্বয় সভার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং সাধারণ মানুষকে আরও সহজে গ্রাম আদালতের সেবা প্রদান করতে পারবে। প্রতিটি ইউনিয়নে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম দৃশ্যমান করতে হবে, ব্যানার ও সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে এবং মাসিক ভিত্তিতে মামলার তথ্য হালনাগাদ রাখতে হবে।

সভাপতি বলেন, সরকার গ্রাম আদালতকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করেছে। এর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব। গ্রাম আদালতে মানুষ হয়রানির শিকার হয় না, বরং এখান থেকে সুসম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে ওঠে।

সভা শেষে অংশগ্রহণকারীরা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুর মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন আজ

মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রিবার্ষিক নির্বাচন আজ সোমবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ব্যাপক প্রস্তুতির পর চরম উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যেই চলছে ভোটগ্রহণ।

ত্রিবার্ষিক নির্বাচনকে ঘিরে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা ব্যস্ত সময় পার করছেন। জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ভোটারদের মধ্যেও দেখা গেছে সরগরম পরিবেশ।

গত বছরের তুলনায় এবার নির্বাচন আরও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন সাধারণ ভোটাররা। তারা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন। যারা আগামীতে শ্রমিকের ভোটে নির্বাচিত হবেন, তারা নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা

করবেন।

মনোনয়নপত্র ক্রয় করা প্রার্থীদের মধ্যে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আহসান হাবীব সোনা, শাহিন আলম ও বকুল হোসেন। কার্যকরী সভাপতি পদে মনোনয়ন নিয়েছেন সাজেদুর রহমান, সৈয়দ রাকেশ হাসান ও উজ্জল হোসেন।

সহ-সভাপতি পদে আলমগীর হোসেন ও শাহিন আলম টুটুল, সাধারণ সম্পাদক পদে মতিয়ার রহমান ও শাখাওয়াত হোসেন সবুজ, যুগ্ম সম্পাদক পদে নাসিম ইসলাম, এরশাদ আলী ও রেজাউল হক মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেন্টু শেখ ও ফরহাদ হাসান তুষার, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে রমেজ উদ্দিন ও আফজারুল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পদে চঞ্চল শেখ ও চাঁদ আলী।

কোষাধ্যক্ষ পদে আজিজুল হক, মাহবুব, মোফাজ্জেল ও সোহেল; সড়ক সম্পাদক পদে সোহেল রানা সজীব, মুরসালিন ও আনারুল ইসলাম, শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক পদে মাহবুব রিপন ও খাইরুল ইসলাম; প্রচার সম্পাদক পদে সুমন ও ইয়ারুল ইসলাম মনোনয়নপত্র ক্রয় করেছেন।

এছাড়া সদস্য পদে শরিফুল ইসলাম, আন্নাচ আলী, লাল মিয়া, জিয়ারুল, শাহিন শেখ, আব্দুল জব্বার, খবিরুল, রশিদুল ইসলাম ও বাচ্চু মনোনয়নপত্র তুলেছেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সুপারকে ওএসডি করে বদলি

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক (সুপার) ডা. শাহরিয়া শায়লা জাহানকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওএসডি করে বদলি করা হয়েছে।

চলতি দায়িত্ব দিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন সাতক্ষিরার কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. বুলবুল কবির। আজ রবিবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের যুগ্ম সচিব সানজিদা

শারমিন সাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানা গেছে।

একই সঙ্গে আগামী ২০ নভেম্বরের মধ্যে উভয়কেই পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।